মেহেরপুরে চকশ্যামনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মউকের আয়োজনে ‘শিশুবরণ’ উৎসব অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সদর উপজেলার চকশ্যামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষার্থীদের বরণ করে নিতে এক আনন্দঘন ‘শিশুবরণ’ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক)-এর আয়োজনে এবং গণসাক্ষরতা অভিযান-এর সহযোগিতায় এই ব্যতিক্রমী কর্মসূচি পালন করা হয়।

আজ বুধবার সকালে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোছা: হালিমা খাতুন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মউকের প্রতিনিধি দল, বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকবৃন্দ এবং অভিভাবকগণ।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই নতুন ভর্তি হওয়া শিশুদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয় এবং তাদের মিষ্টিমুখ করানো হয়। প্রোগ্রাম ম্যানেজার কাজল রেখা বলেন, “একটি শিশুও যেন স্কুল থেকে ঝরে না পড়ে, সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। মউক ও গণসাক্ষরতা অভিযানের এই উদ্যোগ শিশুদের পড়াশোনায় আরও আগ্রহী করে তুলবে।”

উৎসবের মূল আকর্ষণ ছিল খুদে শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শিশুদের নাচ ও গানে পুরো বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়ে। অনুষ্ঠান শেষে মউক ও গণসাক্ষরতা অভিযানের পক্ষ থেকে শিশুদের হাতে বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ ও উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

উপস্থিত অভিভাবকরা এই উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, কলেজের নবীন বরণের মতো ছোট শিশুদের এভাবে বরণ করে নেওয়া সত্যিই প্রশংসনীয়, যা শিশুদের মেধা বিকাশে ও স্কুলমুখী করতে সহায়ক হবে।

বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতার আগের দিন বিকালে নোটিশ জারি!

মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা শুরু হচ্ছে আজ ১৯ জানুয়ারি সোমবার থেকে। সকাল ৯টায় শুরু হবে প্রভাতি শাখার এবং দুপুর সাড়ে ১২টায় দিবা শাখার।

অথচ কয়েক ঘন্টা আগে গতকাল ১৮ জানুয়ারি রবিবার বিকালে বিদ্যালয় ছুটি হওয়ার পরে নোটিশ জারি করা হয়েছে। যা নিয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষাথী ও অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

নাম পরিচয় গোপন রাখার শর্তে একজন অভিভাবক বলেন, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল লতিফ স্বৈরাচার মনোভাব নিয়ে যখন যা খুশি তাই করছেন। শিক্ষকদের দিয়ে মেয়েদের নানা রকম ভয়ভীতি দেখান, যে কারণে কেউ কথা বলতে রাজি হয় না। আগামীকাল (আজ) সোমবার সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা শুরু হবে আর আজ (গতকাল রবিবার) বিকালে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিযোগীতার প্রস্তুতির জন্য নুন্যতম সময় তারা দেয়নি। এ ধরণের ঔধত্যপূর্ণ আচরণের বিচার হওয়া উচিত।

বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক জানান, ‘সারাদিন বিদ্যালয়ে ছিলাম কিন্তু কিছুই জানলাম না। বিকাল বেলায় ফেসবুকে দেখলাম সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতার নোটিশ। নোটিশে বলা আছে কালকে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা শুরু হবে। এটা কোনভাবেই হতে পারে না।’

বিদ্যালয়ের জারিকৃত নোটিশে বলা হয়েছে, ১৯ জানুয়ারি সকাল ৯টায় প্রভাতি শাখা ও দুপুর সাড়ে ১২টায় দিবা শাখার ছাত্রীদের রবীন্দ্রসংগীত ও দেশাত্মবোধক সংগীত প্রতিযোগীতা হবে।

২০ জানুয়ারি মঙ্গলবার একই সময় অনুযায়ী আবৃত্তি, লোকসংগীত, নজরুলগীতি ও একক অভিনয় প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হবে।

২১ জানুয়ারি বুধবার উভয় শিফট একই সঙ্গে সকাল ৯টায় প্রতিযোগীতা হবে, তবে কোন বিষয় উল্লেখ করা হয়নি।

২৬ জানুয়ারি সোমবার সকাল ৯টায় উভয় শিফটের একই সঙ্গে একক নৃত্য প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হবে।

তবে এ বিষয়ে কথা হয় মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতার আহবায়ক জনি আলমের সাথে।

তিনি বলেন, হেড স্যারের নির্দেশে তড়িঘড়ি করে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। আপনি যে অভিযোগ করছেন, একই অভিযোগ অভিভাবকরাও করছেন। এ ধরণের অনষ্ঠানের প্রস্তুতি হিসেবে একটু সময় দেওয়া প্রয়োজন ছিল, কিন্তু আমার কিছু করার নেই। আজ বিকালে (গতকাল রবিবার) নোটিশ জারি করা হয়েছে বলেও তিনি স্বীকার করেন।

নির্দিষ্ট ছাত্রীদের বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে তড়িঘড়ি করে এমন সিদ্ধান্ত কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, এমনটি সঠিক নয় বলে ব্যস্ততা দেখিয়ে আর কথা বলতে চাননি।

মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল লতিফ বলেন, আমরা ১৩ তারিখ থেকে বাচ্চাদের (ছাত্রীদের) বলে আসছি। কিন্তু কেন যে ভুল করে আজ ১৮ জানুয়ারি নোটিশ করা হলো বুঝতে পারলাম না। এটা ভুলে হতে পারে। তবে ছাত্রীরা সব জানে কবে কখন কোন প্রতিযোগীতা হবে।

উপস্থিত বক্তব্যে বিভাগ শ্রেষ্ঠ মেহেরপুরের নাফিউল

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০২৬ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত উপস্থিত বক্তব্য (একক) প্রতিযোগিতায় খুলনা বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী মোঃ নাফিউল ইসলাম।

তিনি মেহেরপুর সরকারি কলেজের স্নাতক তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। এর আগে জেলা পর্যায়ে উপস্থিত বক্তব্য প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জনের মাধ্যমে তিনি খুলনা বিভাগীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার খুলনায় অনুষ্ঠিত বিভাগীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে প্রথম স্থান অর্জন করেন মোঃ নাফিউল

ইসলাম। তার এই সাফল্যে মেহেরপুর সরকারি কলেজসহ পুরো জেলা গর্বিত।

প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন খুলনা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার মোঃ মোখতার আহমেদ।

মোঃ নাফিউল ইসলামের এই অর্জনে কলেজ কর্তৃপক্ষ, শিক্ষকবৃন্দ ও শিক্ষার্থীরা তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেছেন।

ঝিনাইদহে সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের মধ্যে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট ও চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে ঝিনাইদহে সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের মধ্যে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার (১৪ জানুয়ারি) দুপুরে হরিণাকুণ্ডুর ভিক উদ্দিন-সারা খাতুন নূরানী ও হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও ঝিনাইদহ শহরের ব্যাপারি পাড়ার স্কুল অফ লাইফ এর সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মাঝে এই শিক্ষা সামগ্রী প্রদান করা হয়।

এসময় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী অধ্যাপক (অব:) ও সাংবাদিক খুরশিদ মোহাঃ সালেহ, দৈনিক ইত্তেফাকের প্রতিনিধি মোঃ শাহানুর আলম, দৈনিক সময়ের আলো পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি ও নবগঙ্গা ফিটনেস একাডেমির সত্বাধিকারী কাজী আলী আহমেদ লিকু এবং প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের এ অঞ্চলের সমন্বয়কারী মুন্সী মোঃ আবু হাসান।

এই অনুষ্ঠানে দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দেড় শতাধিক সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের মাধে খাতা, কলম, পেন্সিল ও স্কেলবক্রসহ বিভিন্ন শিক্ষা

সামগ্রী বিতরণ করেন। এসময় অতিথিরা সুবিধাবঞ্চিত এসব দরিদ্র শিশুদের জন্য এমন সহযোগীতা অব্যাহত রাখার জন্য সমাজের বিত্তবানদের আহবান জানান।

কক্ষ সংকটে কোটচাঁদপুরের সাবদারপুর মুনসুর আলী একাডেমির ৭শ শিক্ষার্থী

কোটচাঁদপুর উপজেলার সাবদারপুর মুনসুর আলী একাডেমিতে প্রায় ৭শ শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত থাকলেও প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রেণিকক্ষ না থাকায় ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম।

দীর্ঘদিন ধরে কক্ষ সংকট নিরসনে একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ চলমান থাকলেও তা আজও শেষ হয়নি। এ অবস্থায় দ্রুত সমাধান চেয়েছেন বিদ্যালয় সংশ্লিষ্টরা।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমিন উদ্দিন বলেন, কোটচাঁদপুর উপজেলার একটি পুরাতন ও ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো সাবদারপুর মুনসুর আলী একাডেমি। আশপাশের অন্তত ১০টি গ্রামের ছেলে-মেয়েরা এখানে লেখাপড়া করে। ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিদ্যালয়টি সুনামের সঙ্গে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ছয়শ থেকে সাতশ শিক্ষার্থী এখানে অধ্যয়নরত।

তিনি জানান, এত শিক্ষার্থীর জন্য যেখানে ১৮ থেকে ২০টি শ্রেণিকক্ষ প্রয়োজন, সেখানে বিদ্যালয়ে রয়েছে মাত্র ১৪টি কক্ষ। ফলে বাধ্য হয়ে কমন রুম, বিজ্ঞান ল্যাব, কম্পিউটার ল্যাব ও শিক্ষকদের অফিস কক্ষেও পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করতে হচ্ছে। এতে শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে।

কক্ষ সংকট নিরসনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করা হলে ঝিনাইদহ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় প্রায় ৮০ লাখ টাকা

ব্যয়ে চারতলা একাডেমিক ভবনের বরাদ্দ পাওয়া যায়। যার প্রথম তলার নির্মাণকাজ ২০২১ সালের ১৩ জানুয়ারি শুরু হলেও আজ পর্যন্ত শেষ হয়নি।

প্রধান শিক্ষক আরও বলেন, আগে থেকেই বিদ্যালয়ে কক্ষ সংকট ছিল। নতুন শিক্ষাবর্ষে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ায় সমস্যা আরও প্রকট হয়েছে। দ্রুত নির্মাণাধীন ভবনের কাজ শেষ করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেন তিনি।

এ বিষয়ে রিফাত আরা ট্রেডিং নামক ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মালিক ওবায়দুর রহমান বলেন, কাজটি তার লাইসেন্সে হলেও তিনি নিজে কাজটি করেননি। তিনি কাজটি শৈলকূপা উপজেলার ঠিকাদার শহিদুল ইসলাম নামের একজনের কাছে বিক্রি করে দেন।
তিনি জানান, কাজ শুরুর পর কিছুদিন চললেও পরে নির্মাণসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির কারণে অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ঝিনাইদহ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী সুব্রত কুমার পাল বলেন, ২০২১ সালের ১৩ জানুয়ারি নির্মাণকাজ শুরু হয় এবং ওই বছরের ১৩ অক্টোবরের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা ছিল। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক সমস্যার অজুহাতে বারবার কাজ বন্ধ করে দেয়। একাধিকবার তাগাদা দেওয়ার পরও কাজ না করায় প্রকল্পটি বাতিল করা হয়েছে। বর্তমানে কাজটি পুনরায় টেন্ডারের জন্য অনুমতি চাওয়া হয়েছে। অনুমোদন পেলে পুনরায় নির্মাণকাজ শুরু করা হবে।

এ বিষয়ে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা অশোক কুমার জানান, বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের ধারণক্ষমতা বিষয়ে সরকারি কোনো নির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। কর্তৃপক্ষ তাদের সক্ষমতা অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষে বসিয়ে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন।

মেহেরপুরে প্রাথমিক শিক্ষক

নিয়োগ পরীক্ষা সম্পন্ন

মেহেরপুরে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল শুক্রবার দুপুরে জেলার ৭টি কেন্দ্রে একযোগে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে মোট ৪ হাজার ৭শ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণের কথা থাকলেও পরীক্ষায় ১ হাজার ১৯ জন পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিলেন।

পরীক্ষা চলাকালে কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করেন, জেলা প্রশাসক ড. এনামুল কবির, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ এবং মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম।

প্রশাসন সূত্র জানায়, সুষ্ঠু, নকলমুক্ত ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পরীক্ষা গ্রহণে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পরীক্ষাকালীন সময়ে কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

মেহেরপুরে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের উদ্যোগে সদর উপজেলা পর্যায়ে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় মেহেরপুর কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল মিলনায়তনে এ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম উপস্থিত থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।

সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলের প্রধান শিক্ষক সানজিদা ইসলাম।

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত এ প্রতিযোগিতায় সদর উপজেলার বিভিন্ন বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থীরা প্রায় ৪০টি ইভেন্টে অংশগ্রহণ করছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা শিক্ষা অফিসের গবেষণা কর্মকর্তা আক্তার হোসেন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার মনিরুল ইসলাম, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আনিসুর রহমানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও শিক্ষকবৃন্দ।

তীব্র শীতেও খোলা স্কুল, শিশুদের নিয়ে বিপাকে অভিভাবকরা

মেহেরপুরে তীব্র শীতের মধ্যে কঠোর নিয়ম-কানুনের মধ্যেই চলছে স্কুল কার্যক্রম এমন মন্তব্য করেছেন কয়েকজন অভিভাবক। দিনের পর দিন তীব্র শীত ও ঘন কুয়াশা থাকলেও এখনো পর্যন্ত স্কুল ছুটি ঘোষণা সংক্রান্ত কোনো নির্দেশনা না থাকায় বিপাকে পড়েছেন ছোট শিশুদের অভিভাবকরা।

সকালের কনকনে ঠান্ডা ও কুয়াশার কারণে শিশুদের স্কুলে পাঠাতে গিয়ে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন তারা। অনেক অভিভাবক জানান, ছোট বাচ্চাদের শরীর ঠান্ডা সহ্য করতে না পারায় জ্বর, সর্দি ও শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যাও দেখা দিচ্ছে। তবুও নিয়মের বাধ্যবাধকতায় সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে হচ্ছে।

এক অভিভাবক বলেন, “চরম নিয়মের মধ্যে চলছে সবকিছু। শীতের তীব্রতা বাড়লেও স্কুল ছুটির কোনো নির্দেশনা নেই। ছোট বাচ্চাদের নিয়ে আমরা খুব দুশ্চিন্তায় আছি।” আরেক অভিভাবকের অভিযোগ, শীতের কারণে শিশুদের উপস্থিতি কমে গেলেও স্কুল কর্তৃপক্ষ উপস্থিতি নিয়ে চাপ সৃষ্টি করছে।

আজ মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারী) মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে সর্বনিম্ন ৭.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। শীতের তীব্রতা আরও কিছুদিন অব্যাহত থাকতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে অভিভাবকরা শিশুদের স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে প্রাথমিক ও কিন্ডারগার্টেন পর্যায়ে সাময়িক ছুটি বা ক্লাসের সময়সূচিতে পরিবর্তনের দাবি জানিয়েছেন।

শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের মতে, শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় পরিস্থিতি বিবেচনা করে দ্রুত নির্দেশনা দেওয়া জরুরি। অন্যথায় শীতজনিত অসুস্থতা বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এদিকে মেহেরপুর জেলা শিক্ষা অফিসার মো: আবদুর রাহীম বলেন, কেন্দ্র থেকে এখনো স্কুল বন্ধ সংক্রান্ত কোনো নির্দেশনা পাওয়া যায়নি। কেন্দ্রের নির্দেশনা ছাড়া জেলা পর্যায়ে বিদ্যালয় বন্ধ করার সুযোগ নেই।

এদিকে চিকিৎসকরা বলেন শীতের কারণে আবহাওয়া জনিত যে সমস্ত রোগ বিশেষ করে নিউমোনিয়া, ঠান্ডা কাশি ও জ্বরের হাত থেকে রক্ষা পেতে পরিবারের শিশু ও বয়োজ্যিষ্ঠদের সাবধানে থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন প্রচন্ড শীতের কারনে শিক্ষার্থীদের স্কুলে যেতে প্রচন্ড কষ্ট হচ্ছে, বিশেষ করে যারা সকালের শিফটে পড়াশোনা করে তাদের জন্য হয়ে উঠেছে অত্যান্ত কষ্টকর।

মেহেরপুরে শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে কোনো আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই মেহেরপুর জেলার ১৪৬৬টি প্রাথমিক ও ৪১৫টি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের হাতে নিজ নিজ বিদ্যালয় থেকে একযোগে নতুন বই তুলে দেওয়া হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় মেহেরপুর জেলা কালেক্টরেট স্কুলে উপস্থিত থেকে বই বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন, মেহেরপুর জেলা

প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খায়রুল ইসলাম।

গতকাল বৃহস্পতিবার থেকেই জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই বই বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়। বছরের প্রথম দিনে নতুন বই পেয়ে শিক্ষার্থীরা হাসিমুখে বিদ্যালয় থেকে বাড়ি ফিরছে।

অভিভাবকরা জানান, নতুন বই পাওয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ আরও বাড়বে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-হাসপাতালের পাশে সিগারেট বিক্রি করলে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ক্লিনিক, খেলাধুলার স্থান ও শিশুপার্কের আশপাশে সিগারেট বা তামাক বিক্রির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা জরিমানার বিধান রেখে ‘ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫’ জারি করেছেন রাষ্ট্রপতি।

মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) রাতে আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ থেকে অধ্যাদেশটি জারি করা হয়েছে। ২০০৫ সালের ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন সংশোধন করে এ অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে।

অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ক্লিনিক, খেলাধুলার স্থান ও শিশু পার্কের সীমানার ১০০ মিটারের মধ্যে তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি করবেন না বা করাবেন না।

সরকার বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সময় সময় সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দিয়ে এ সীমানার পরিধি বাড়াতে পারবে বলে আর অধ্যাদেশে জানানো হয়েছে।

এতে আরও বলা হয়, কোনো ব্যক্তি এ বিধান লঙ্ঘন করলে তিনি সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা জরিমানার মুখে পড়বেন। দ্বিতীয়বার বা বারবার-এ অপরাধ করলে দ্বিগুণ হারে শাস্তি পেতে হবে।